নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধ হোক, বদল হোক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির

নারীর প্রতি সহিংসতা

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ প্রতিনিয়ত ঘটতে দেখা যায়, যা অনেকটা নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। গ্রাম থেকে শহর নারীর প্রতি এমন আচরণ প্রায় একরকম। নারীর উপর এই সহিংস আচরণ নানাভাবে প্রকাশ পায়– সরাসরি শারীরিকভাবে আঘাত করা ছাড়াও সহিংসতার আরো অনেক ধরন রয়েছে– যেমনঃ এসিড নিক্ষেপ, বৈবাহিক ধর্ষণ, জোর পূর্বক বাচ্চা নেয়ানো বা গর্ভপাত, উচ্ছৃঙ্খল জনতার দ্বারা সহিংসতা বা দাঙ্গা, রীতি বা আচারগত চর্চার মাধ্যমে হত্যা, যৌতুকের কারণে সহিংসতা এবং জোরপূর্বক বিবাহ। এছাড়া গালিগালাজ, অপমান, হুমকি, কারও স্বাধীন চলাফেরায় বাধা দেওয়া, অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করা, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া মানসিক সহিংসতার মধ্যে পড়বে। অনাকাঙ্ক্ষিত যেকোনো শারীরিক স্পর্শ, শ্লীলতাহানি মৌখিক হয়রানি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, অশ্লীল ছবি বা ভিডিও করতে বাধ্য করা, ইন্টারনেটে হয়রানি ও ব্ল্যাকমেইল। অপ্রাপ্তবয়স্ক কারো বিয়ে দেয়া হলে সেটাও নারীর প্রতি সহিংসতার সমান। নারীর অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা ছাড়াও উত্তরাধিকার, জমি বা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা এ সংক্রান্ত প্রচলিত বৈষম্যমূলক নিয়মনীতিও একপ্রকারের সহিংসতা। নারী সম্পত্তির মালিকানা পেলেও নারীর নিরাপত্তা থাকে না এবং নানা সহিংসতার শিকার হয়।

সরকারি হেল্পলাইন– ১০৯ (নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতায় সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ৯৯৯ (জাতীয় জরুরী নম্বর), ৩৩৩ (জাতীয় হটলাইন নম্বর), ১০৯২১ (জাতীয় নারীর প্রতি সহিংসতা সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ১৬৪৩০ (বিনামূল্যে সরকারি আইনী সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ০১৩২০০৪২০৫৫ (ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হটলাইন), ০১৩০০০০৮৮৮ (নারীর সহযোগিতায় সাইবার সাপোর্ট পুলিশ), ০১৭৭৯৫৫৪৩৯১/০১৭৭৯৫৫৪৩৯২ কান পেতে রই (মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন)।

Violence against women

Violence against women is a frequent occurrence in Bangladesh and across the globe. From rural to urban areas, discriminatory and violent behavior towards women is almost similar. Gender-based violence against women and girls is manifested not only in direct physical assaults but also in other forms - such as acid throwing, marital rape, forced childbearing or abortion, violence or rioting by unruly mobs, murder through rituals or cultural practices, dowry induced violence and forced marriage. Additionally, verbal abuse, humiliation, threats, restriction of someone's freedom of movement, sharing personal information without consent, provocation to suicide all these falls under mental violence.

Any unwanted physical contact, sexual harassment, verbal harassment, indecent gesture, coercion for making indecent images or videos, harassment and blackmail on the internet are also forms of violence. Marrying a minor is also equal to violence against women. Besides obstructing women from becoming economically independent, various discriminatory rules and regulations regarding property or property rights, or prevalent discriminatory practices also constitute a form of violence. Even if a woman owns property, her safety is not guaranteed, and she becomes a victim of various forms of violence.

Government helplines: 109 (Helpline number for violence against women and children), 999 (national emergency number), 333 (national hotline number), 10921 (national helpline number for violence against women), 16430 (toll free government legal aid helpline), 01320042055 (Dhaka Metropolitan Police hotline), 01300008888 (cyber support police for women), 01779554391/01779554392 (call for mental health assistance).

বাল্যবিয়ে এবং যৌতুক শাস্তিযোগ্য অপরাধ

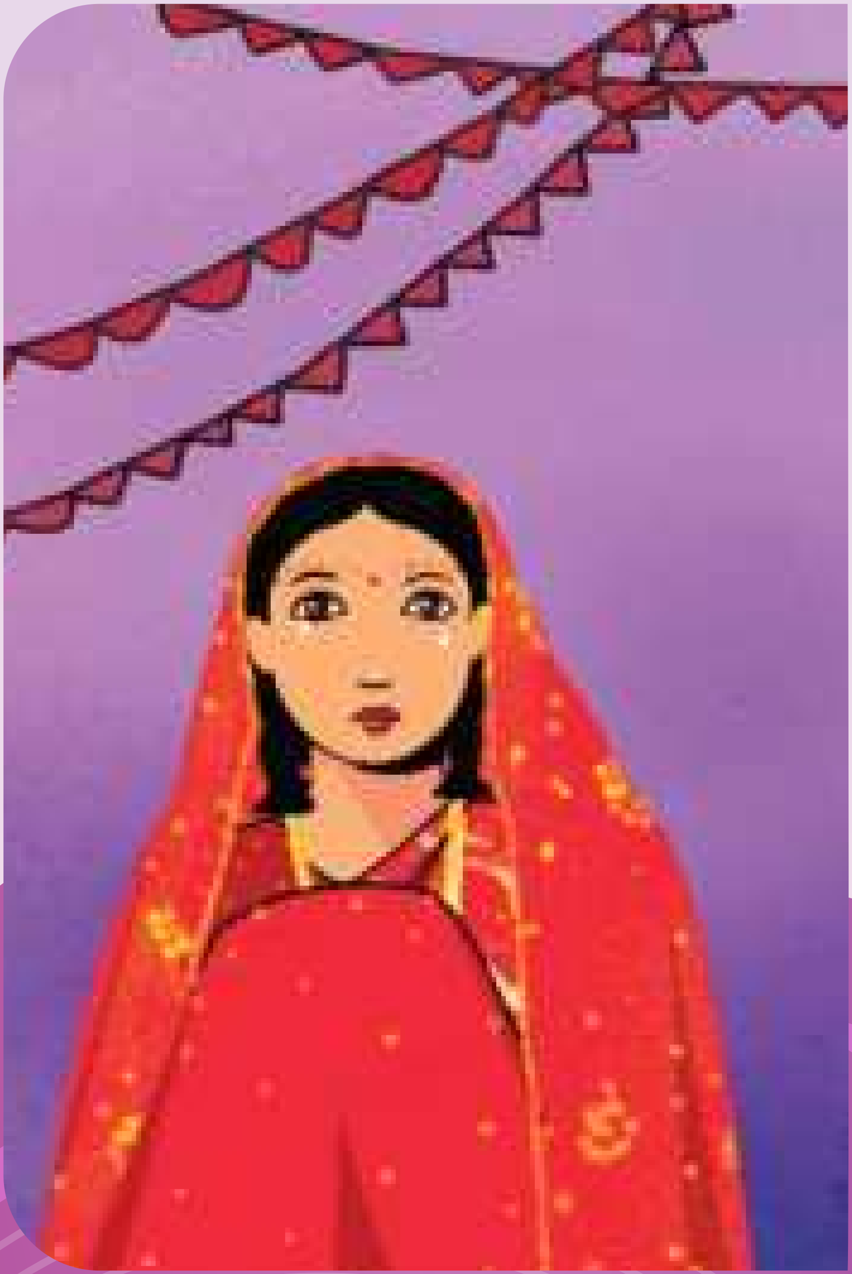

বাল্যবিয়ে এবং যৌতুক শাস্তিযোগ্য অপরাধ, প্রতিরোধে করণীয়

সহায়ক ছবি দেখিয়ে বলবেন ছবিতে আমরা একটি বাল্যবিয়ের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমরা জানি বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের এবং ২১ বছরের নীচে ছেলেদের বিয়ে হওয়াকে বাল্যবিয়ে বলে এবং বাল্য বিয়ে দেয়া হলে বা কেউ নিজে করলেও তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০১৭ (৬নং আইনের ৫,৬,৭,৮,৯ এবং ১১ ধারা), বাল্যবিয়ের শাস্তি ১ থেকে ৬মাস, সর্বোচ্চ ২বছর কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ১মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

বাল্যবিবাহ বন্ধ করার ক্ষেত্রে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাধারণ ক্ষমতা রয়েছে (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি)— কোন ব্যক্তির লিখিত বা মৌখিক আবেদন অথবা অন্যকোন মাধ্যমে বাল্যবিবাহের সংবাদ পেলে (ফোনের মাধ্যমে হতে পারে) তিনি উক্ত বিবাহ বন্ধ করতে পারবেন অথবা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আইনীব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। বাল্যবিবাহ বন্ধ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গদের দ্রুত জানাতে হবে। এছাড়া সরকারী-বেসরকারী সংশ্লিষ্ট সহায়তার জন্য যোগাযোগ করতে হবে।

বাল্যবিয়ে কেন দেয়া হয় সহায়ক এই বিষয়টি প্রথমে জানতে চাইবেন এবং বলবেন-

পরিবার ও সমাজ মনে করে মেয়েটি ঘরে-বাইরে কোথাও নিরাপদ না, তাই তাকে বিয়ে দিলে চলাফেরা নিরাপদ হবে। লেখাপড়া এবং উপার্জন নয় বরং বিয়ে, সংসার এবং সন্তানধারণ মেয়েদের মূল কাজ এ বিষয়ে বলা হয়, আবার লেখাপড়া না করলেও বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়, বেশীবয়সে সন্তানধারণে জটিলতা হতে পারে এটিও বাল্যবিয়ের কারণ। কিন্তু বাল্য বিয়ে এবং কম বয়সে সন্তান ধারণ নারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মায়ের প্রতিবন্ধী শিশু জন্মদানের আশঙ্কা বেশি থাকে বা শিশু বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক জটিলতায় ভোগে।

যৌতুক

সহায়ক ছবি দেখিয়ে বলবেন ছবিতে আমরা একটি মেয়ের চারপাশে নানান মূল্যবান জিনিস দিয়ে সাজানো দেখতে পাচ্ছি, যেমন- স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান সামগ্রী, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোটা অংকের নগদ টাকা ইত্যাদি বা অন্যান্য দামী উপকরণ যা মূলত যৌতুক হিসেবে বোঝানো হচ্ছে। যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। নারী নির্যাতনের ভয়াবহতম কারণ হিসেবে যৌতুককেই দায়ী করা যায়, যা অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায় বা গড়াতে পারে । যৌতুক মূলত মেয়েকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করে তার সাথে দিয়ে দেয়া হয়, কারণ ওই মেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব যেহেতু আরেক পরিবারে চলে যাচ্ছে তাই উভয় পরিবার এই অতিরিক্ত টাকা বা অন্যান্য সামগ্রী নেয়া বা দেয়াকে স্বাভাবিক মনে করে। গরীব ধনী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই ভয়াবহ প্রথাটি চালু ছিল এবং এখনো আছে। নারীর প্রতি যে সহিংসতাগুলো বা ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলোর অনেকগুলো এই যৌতুক দেয়া নেয়া ঘিরে। কিন্তু যৌতুক দেয়া এবং নেয়া উভয়ই দণ্ডণীয় অপরাধ।

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০- সর্বোচ্চ শাস্তি ৫ বছরের কারাদণ্ড। যৌতুকের কারণে কোন নারীর মৃত্যু, বা আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মৃত্যুদণ্ডসহ কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। সরকারি হেল্পলাইন- ১০৯ (নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতায় সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ৯৯৯ (জাতীয় জরুরী নম্বর), ৩৩৩ (জাতীয় হটলাইন নম্বর), ১০৯২১ (জাতীয় নারীর প্রতি সহিংসতা সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ১৬৪৩০ (বিনামূল্যে সরকারি আইনী সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ০১৩২০০৪২০৫৫ (ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হটলাইন), ০১৩০০০০৮৮৮ (নারীর সহযোগিতায় সাইবার সাপোর্ট পুলিশ), ০১৭৭৯৫৫৪৩৯১/০১৭৭৯৫৫৪৩৯২ কান পেতে রই (মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন)।

নারীকে শারীরিক বা মানসিক যেকোনভাবে আঘাত করা সহিংসতা

নারীকে শারীরিক বা মানসিক যেকোনভাবে আঘাত করা সহিংসতা, প্রতিরোধে করণীয়

আঁকা ছবিটি দেখে কিছু বুঝতে পারছেন কিনা সহায়ক এই বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন।

ছবিটিতে নারীকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে একজন পুরুষকে আক্রমণ করতে দেখা যাচ্ছে। নারীর শরীরে আঘাত করে এধরনের সহিংসতা ঘটানোর দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখি। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ থেকে শুরু করে সামান্য পারিবারিক কলহ বা বিরোধেও নারীর প্রতি এ ধরনের সহিংসতা ঘটে। কখনো পরিবারের মানুষ (বিশেষ করে নারীদের বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া যেমন- স্বামী, শ্বাশুড়ি, ননদ) আবার কখনো প্রতিবেশীর দ্বারা নারীরা প্রায়ই এই ধরনের সহিংসতার মুখোমুখি হন। সহায়ক সবাইকে এই ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধের কথা বলবেন। এবং এসব বন্ধ হওয়া উচিত কি না তা জিজ্ঞাসা করবেন।

মারামারি করা, লাথি মারা বা অন্য কোনো শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত করা বা আঘাতের চেষ্টা করা, এসব কারণে যদি নারী আঘাত প্রাপ্ত হয়, শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা জীবনের ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও বিকাশে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে তবে ঘটনাটি সহিসংতার আওতায় পড়ে এবং এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর আওতায় ৩৭ ধারায় (Act 58 of 2010), নারীর প্রতি যেকোন ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ এবং বন্ধে শাস্তি দেবার বিধান রয়েছে। নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট অভিযোগ দায়ের করতে হবে। আশেপাশে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে প্রাথমিক অবস্থায় বাদাবন সংঘের ভলান্টিয়ার এবং পাশাপাশি হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে হবে।

সরকারি হেল্পলাইন- ১০৯ (নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতায় সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ৯৯৯ (জাতীয় জরুরী নম্বর), ৩৩৩ (জাতীয় হটলাইন নম্বর), ১০৯২১ (জাতীয় নারীর প্রতি সহিংসতা সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ১৬৪৩০ (বিনামূল্যে সরকারি আইনী সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ০১৩২০০৪২০৫৫ (ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হটলাইন), ০১৩০০০০৮৮৮ (নারীর সহযোগিতায় সাইবার সাপোর্ট পুলিশ), ০১৭৭৯৫৫৪৩৯১/০১৭৭৯৫৫৪৩৯২ কান পেতে রই (মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন)।

ইভটিজিং অর্থাৎ নারীকে উত্যক্ত করা, নারীর স্বাভাবিক চলাফেরা বাধাগ্রস্ত করা নারীর প্রতি সহিংসতার সমতুল্য

ইভটিজিং অর্থাৎ নারীকে উত্যক্ত করা, নারীর স্বাভাবিক চলাফেরা বাধাগ্রস্ত করা, এসব বন্ধে করণীয়

সহায়ক ছবি দেখিয়ে বলবেন- ছবিতে আমরা স্কুলের কিশোরীদের রাস্তায় চলাচলের সময় কী ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় তা দেখতে পাচ্ছি।

নারী উত্ত্যক্তকরণ বা ইংরেজি পরিভাষায় ইভটিজিং হলো কোনো নারী বা কিশোরীকে তার স্বাভাবিক চলাফেরা বা কাজকর্ম করা অবস্থায় অশালীন মন্তব্য করা, ভয় দেখানো, অযথাই নাম ধরে ডাকা ও চিৎকার করা, বিকৃত নামে ডাকা, কোনো কিছু ছুড়ে দেওয়া, ব্যক্তিত্বে লাগে এমন মন্তব্য করা, ধিক্কার দেওয়া, তার যোগ্যতা নিয়ে উপহাস করা, তাকে নিয়ে অহেতুক হাসাহাসি করা, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ধাক্কা দেওয়া, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা, ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা দেওয়া, সিগারেটের ধোঁয়া গায়ে ছাড়া, উদ্দেশ্যমূলকভাবে পিছু নেওয়া এবং গান, ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করা, চিঠি লেখা, পথরোধ করে দাঁড়ানো, প্রেমে সাড়া না দিলে হুমকি প্রদানের মতো বিষয়গুলো ইভ টিজিংয়ের মধ্যে পড়ে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এই যুগে মুঠোফোন ও ইমেইলের মাধ্যমেও ইভটিজিং হয়ে থাকে। এ ধরনের ঘটনা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটি প্রতিরোধে আইনগত শাস্তির বিধান রয়েছে। সহায়ক প্রথমে জানতে চাইবেন এমন ঘটনা চারপাশে ঘটে কি না? যদি ঘটে থাকে তাহলে সামাজিকভাবে নারী ও কিশোরীদল তা কীভাবে মোকাবেলা করবে সেই বিষয়গুলো এই সভা থেকে তুলে আনার চেষ্টা করবে। সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি করাসহ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সরকারি হেল্পলাইন- ১০৯ (নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতায় সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ৯৯৯ (জাতীয় জরুরী নম্বর), ৩৩৩ (জাতীয় হটলাইন নম্বর), ১০৯২১ (জাতীয় নারীর প্রতি সহিংসতা সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ১৬৪৩০ (বিনামূল্যে সরকারি আইনী সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ০১৩২০০৪২০৫৫ (ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হটলাইন), ০১৩০০০০৮৮৮ (নারীর সহযোগিতায় সাইবার সাপোর্ট পুলিশ), ০১৭৭৯৫৫৪৩৯১/০১৭৭৯৫৫৪৩৯২ কান পেতে রই (মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন)।

অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শ কাকে বলে?

অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শ কাকে বলে এবং এসব বন্ধে করণীয়

অনাকাঙ্ক্ষিত যেকোনো ধরনের শারীরিক স্পর্শ যা নারীর ইচ্ছার পরিপন্থী, যা নারীকে মানসিক কষ্টে ফেলে বা নারী যে ধরনের স্পর্শ চায় না, এ ধরনের ঘটনাও নারীর প্রতি সহিংসতার শামিল। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো ঘটনা হলো- রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় নারীর গায়ে হাত দেয়া, ভীড়ের মধ্যে নারীর গায়ে হাত দেয়া, নারীর মতামত ব্যতিরেকে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, ধর্ষণ, বৈবাহিক ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, মৌখিক যৌন হয়রানি, মানসিক হয়রানি যেমন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, তাকিয়ে থাকা, অনুসরণ করা, অশ্লীল ছবি বা ভিডিও করতে বা দেখতে বাধ্য করা, ইন্টারনেটে হয়রানি, ব্ল্যাকমেইল, যেকোনো মিথ্যে প্রলোভন দিয়ে যৌন সম্পর্ক তৈরি করা বা অন্যান্য যৌনতা-ভিত্তিক আচরণ যা নারী বা কিশোরীর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির কারণ হতে পারে, এসবই নারীর প্রতি সহিংসতার নানা রূপ। নারীর প্রতি এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে আইনের ধর্তব্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আইনে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আইন– ধারা ১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ সং আইন) এর ধারাবলে প্রতিস্থাপিত– যৌন পীড়ন, ইত্যাদির শাস্তি (যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে তার যৌনকামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোন নারীর শ্লীলতাহানি করেন তা হলে তার এই কাজ হবে যৌন পীড়ন এবং এই কারণে এ ব্যক্তি অনধিক ১০বছর কিন্তু অন্যূন তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন)।

সরকারি হেল্পলাইন- ১০৯ (নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতায় সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ৯৯৯ (জাতীয় জরুরী নম্বর), ৩৩৩ (জাতীয় হটলাইন নম্বর), ১০৯২১ (জাতীয় নারীর প্রতি সহিংসতা সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ১৬৪৩০ (বিনামূল্যে সরকারি আইনী সহায়তা বিষয়ক নম্বর), ০১৩২০০৪২০৫৫ (ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হটলাইন), ০১৩০০০০৮৮৮ (নারীর সহযোগিতায় সাইবার সাপোর্ট পুলিশ), ০১৭৭৯৫৫৪৩৯১/০১৭৭৯৫৫৪৩৯২ কান পেতে রই (মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন)।

কিশোরীদের করণীয়: বাদাবন সংঘের সাথে যুক্ত এবং বাইরের কিশোরীরা এ ধরনের ঘটনা বা সহিংসতা সহজেই প্রতিরোধ করতে পারে। নিজেদের মধ্যে দল গঠন করে, দলের আলোচনায় এই ধরনের ঘটনাগুলো সকলের সামনে নিয়ে আসা, আলোচনা করা এবং মতামত নেয়া। পাশাপাশি এসব নিরসনে পারিবারিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি জনমত তৈরি করা, কারণ কিশোরী বা নারীরা তাদের সাথে ঘটে যাওয়া এমন ঘটনাগুলো জনসম্মুখে আনার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য। সেই সামাজিক বাধা, পশ্চাৎপদতা এবং দীর্ঘদিন ধরে বয়ে চলা ভুলভাবনাগুলো যাতে শেষ হয় সেই সচেতনতা সৃষ্টিতে কিশোরীরাই ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া কিশোরীরা ইভটিজিং বন্ধেও সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে পারে।

ধর্ষণ, প্রলোভন দেখিয়ে সম্পর্ক স্থাপন কিংবা পাচার করা নারীর প্রতি সহিংসতা

ধর্ষণ, প্রলোভন দেখিয়ে সম্পর্ক স্থাপন এবং পাচার বন্ধ করতে করণীয়

উপকূল অঞ্চলে কৃষিভূমিতে অনেক জমি নিয়ে মৎস্য চাষ করা হয়। এগুলোকে স্থানীয় ভাষায় ঘের বলে। এই মাছের ঘের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছোট ছোট ছাউনি দেয়া ঘর তৈরি করা হয়। নির্জন এবং নিরিবিলি হবার কারণে এই ছাউনি দেয়া ঘরগুলোতে প্রায়শ: ধর্ষণের মতো মারাত্মক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। নারী বদনামের ভাগীদার হবে বিবেচনায় ঘটনাগুলো চেপে যাওয়া হয়।

অনেক সময় প্রভাবশালী বা দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে নারী ও কিশোরীদের বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করে এবং পরবর্তীতে এই সম্পর্ক অস্বীকার করে। আইনের দৃষ্টিতে এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পরামর্শ: *কোন অবস্থায় নির্জন নিরবিলি অবস্থায় একা যাওয়া ঠিক হবে না। কোন নারী ধর্ষণের শিকার হলে থানায় এজাহার করবেন, থানা এজাহার গ্রহণ না করলে আদালতে মামলা করবেন। ধর্ষণের শিকার নারী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস (ওসিসি) হয়ে চিকিৎসা নিবেন। এর ফলে তার আইনের সহায়তা পেতে সুবিধা হবে।*

দ্বিতীয় ছবিতে একজন ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে এবং ঘরের ভেতর একটা মেয়ে বাঁধা আছে। এটি নারী পাচারের ঘটনা বোঝাচ্ছে। কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীতি বহিঃর্ভূত বা বহির্গত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে নিজ জিম্মায় রাখেন, ক্রয়-বিক্রয় করেন তাহলে তিনি মৃত্যদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ অনূন্য ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

সতর্কতা: *কোন নারীর অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত সম্পর্কের কারণে পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে তার সাথে যাওয়া উচিত হবে না। অপহৃত নারীর অভিভাবক দ্রুত থানায় অবহিত করবেন।*

আইনী পরামর্শসহ অন্যান্য সহায়তায় বাদাবন সংঘ

আইনী পরামর্শসহ অন্যান্য সহায়তায় বাদাবন সংঘ

ছবি তে আমরা বাদাবন সংঘের ভলান্টিয়াদের কাছে পরামর্শ নিতে দেখছি। প্রাথমিক অবস্থায় দুর্ঘটনার শিকার হলে অনেক সময় আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় কিংবা ভয়ে থাকি এবং কি করবো সেই বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা। বাদাবন সংঘের ভলান্টিয়ার আপা আপনাকে সেই বিষয়ক পরামর্শ দিবেন এবং এ বিষয়ে আপনার পদক্ষেপ কি হলে আপনি সঠিক বিচার পাবেন তা জানতে পারবেন।

বাদাবন সংঘ এই ঘটনায় আইনী প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের পাশে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে এলাকায় এমন ধরনের ঘটনার তথ্য বাদাবন সংঘের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির নিকটে অভিযোগ আকারে আসতে পারে আবার বাদাবন সংঘের কর্মীরা মাঠপর্যায়ে কাজে গেলেও এই ধরনের তথ্য পান। এক্ষেত্রে সহিংসতার শিকার ব্যক্তির সাথে বাদাবন সংঘের আইন বিশেষজ্ঞ আপা কথা বলে বিস্তারিত তথ্য জেনে নেন এবং অভিযোগ লিপিবিদ্ধ করেন। আক্রান্ত ব্যাক্তির মতামত সাপেক্ষে এটি স্বাভাবিক আলোচনায় সমাধান যোগ্য হলে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় সমাধান করার উদ্যোগ নেন, আর তা না হলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনী বিচারের আওতাভুক্ত করেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে আইনী লড়াইয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

এলাকায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে আমরা কি করবো?

এলাকায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে আমরা কি করবো?

সহায়ক ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সহিংসতার শিকার নারী কোথায় কোথায় যাবেন?

কোন নারী সহিংসতার শিকার হলে প্রাথমিকভাবে তার চিকিৎসা নেবার প্রয়োজন পড়ে, এখানে চিকিৎসা নেবার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ স্থানীয় হাসপাতাল বা কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হবে। বড় দূর্ঘটনা ঘটলে সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় ছবিতে আমরা থানা দেখতে পাচ্ছি। সহিংসতার শিকার নারী ভলান্টিয়ার কিংবা তার পরিবার কিংবা প্রতিবেশীর সহায়তায় থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন। কারণ আইনী ব্যবস্থা নেবার প্রথম ধাপ হলো, সার্বিক পরিস্থিতি জানিয়ে পুলিশের কাছে জিডি বা মামলা দায়ের করা। অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনার একমাত্র পন্থা হলো থানায় অভিযোগ করা এবং প্রমাণসহ পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভব হলে ঘটনার সময় উপস্থিত কেউ যিনি ঘটনাটা দেখেছেন তাকে নিয়ে আসা এবং তার মাধ্যমে ঘটনাটা জানানো। ভিকটিম নিজে অবশ্য বড় প্রমাণ। হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে।

এলাকায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে আমরা কি করবো?

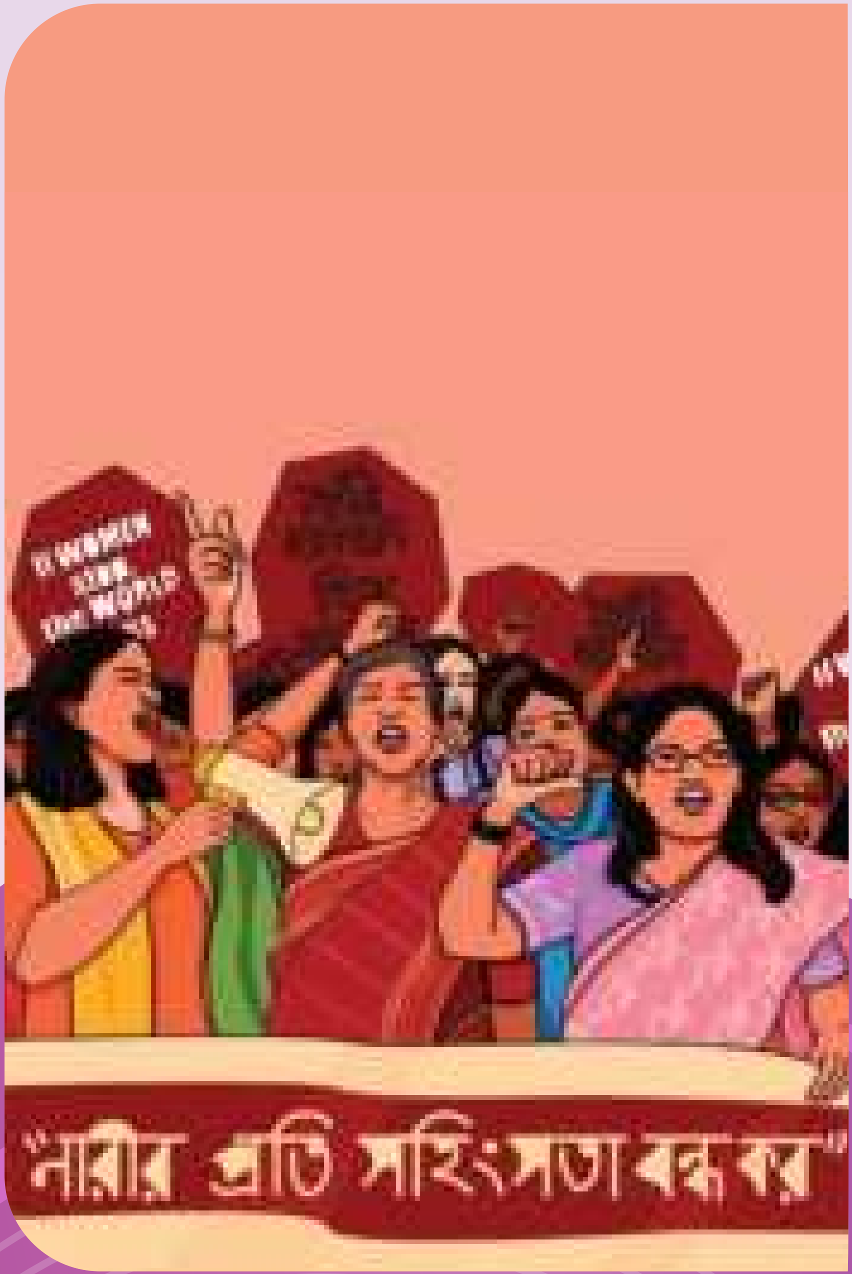

এলাকায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে আমরা কি করবো?

সহায়ক উপস্থিত সবাইকে ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং এ বিষয়ে জানার পর বলবেন- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে বাদাবন সংঘ সোচ্চার। এলাকায় এমন ঘটনা ঘটলে বাদাবন সংঘ ভিকটিমের পাশে দাঁড়ায়, তার শক্তি বাড়ায়। এমন ঘটনা ঘটলে প্রাথমিকভাবে নারী দলের সহায়তায় এলাকায় প্রতিবাদ করবে। আগামীতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেজন্য মিছিল বা মানববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ করা এবং সেই বিষয়ে সবাইকে জানানো; পাশাপাশি ভিকটিমের পাশে দাঁড়ানোর জন্য জনমত তৈরি করা, যাতে এই বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি হয়।

দ্বিতীয় ছবি তে আমরা সংবাদ সম্মেলনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। যেকোন সংবাদ মাধ্যম সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এলাকার নারী দলের সদস্য ও নেত্রীদের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমদের নিয়ে সম্মেলন করা। যারা নারী অবমাননা এবং সহিসংতার সাথে যুক্ত তাদের জনসম্মুখে আনা যাতে করে এমন ঘটনা আর না ঘটে এবং ঘটনার সাথে যুক্ত অপরাধী উপযুক্ত শাস্তি পায় এবং লজ্জিত। নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি যেকোন ধরনের সহিংসতা অপরাধ, যা বিচারের আওতায় আনা সম্ভব। নারীর জন্য সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরী করা বাদাবন সংঘের অঙ্গীকার।

প্রকাশকাল
মার্চ ২০২৪

সার্বিক সহযোগিতায়
মামুন-উর-রশিদ
জাহাঙ্গীর আলম সিদ্দিকী
পূরবী চৌধুরী

অংকন
নূর মুনজারীন রিমঝিম
রমিত হাসান
ফকির শাওন

অলংকরণ
সালাম খোকন

মুদ্রণ
karukar enterprise
Katabon, Dhaka-1000
+88 016 10 12 74 67
www.karukar.com

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

Women's Fund Asia

গ্রাম: কাটামারী, পোস্ট: ভাকটমারী, উপজেলা: রামপাল, জেলা: বাগেরহাট, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০৭১৭৩২ ৩৯৬৫৮৫। ই-মেইল: badabonsangho.bd@gmail.com । ওয়েবসাইট : www.badabonsangho.org